

দ্বন্দ্বେ মাতুলন

(হাটসোৎসব)

শ্রী অমৃতলাল বসু

[আর্টিথিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে স্টাবে অভিনীত]

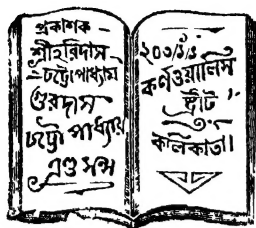
প্রথম অভিনয় বঙ্গনী—বুধবার ২৪শে কা্তিক, ১৩৩৩

(সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত Author's copyright edition)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, কলিকাতা

মূল্য ছয় আনা



ଫିଟାବ ଶ୍ରୀବେଦନାଥ ମୋହାବ
 ଫାବ ଶ୍ରୀବେଦନାଥ ଫିଟାବ ଓସାଳମ
 ୧ ୧/୫ କର୍ମଓସାଳମ ଫିଟାବ କଲିକାତା



শামসুজ্জামান — ১৩৩৩

অতিথি-সংবাদ ।

আদর-ববেণ্য বাহাছুর !

যে নাম ববিষা ডাকিয়া শৈশবে তোমাব বাল-সাবল্য হৃদয় বগ্‌ডী-বাড়ীৰ ভূম্যবিকাবী বাঘ বাগাছৰ সুবেক্রনাবাষণ সিংহ চৌধুৰী মহাশয়ের কোল হইতে তুণিয়া আপন কোলে লইয়াছি, আজও সেই নামেই তোমায় সম্বোধন কবিলাম ।

জগদীশ্বৰেব অপাব অনুগ্রহে গতবৰ্ষে সঙ্কট পীডাব আক্রমণ হইতে তুমি মুক্তি পাইলে মনে কবিয়াছিলাম যে একদিন তোমাকে কিছু সুপথ্য পাঠাইব, আৰাব ভাবিলাম যে তোমাদেব ঐশ্ব্যলক প্রাচুৰ্য্যেব মধ্যে আমাব প্ৰেৰিত সামান্য আঠাৰ্য্য কোথায় স্থান পাইবে ।

আজ হঠাৎ মনে হইল যে পথ্য তো পাঠাই নাই, আতিথ্য গ্রহণেব জন্ত আমাব শেষ বাসেব নবজাত শিশু ‘দ্বন্দে মাতনম্’টাকে হাতে দিয়া তোমাৰ পাঠ দ্ৰান্ত প্ৰাণকে একটু পুৰ্ণকিত কবিবাব প্ৰয়াস পাই না কেন ।

২১শে কাৰ্ত্তিক
১ ৩০ সাল
কলিকাতা ।

}

নিত্য-হিতকামী-চিত্ত
শ্ৰীঅমৃতলাল বসু ।

পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

বাজবাহার, গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য, নীরদ, ক্ষীরোদ, প্রকাশ,
করালী মামা, শীতল, প্রিয়নাথ, ভবেন, শরৎ, বিমল,
রাধানাথ, বিরাজবাবু, জ্যাঠামশাই, জনৈক বৃদ্ধ,
খোকা, নাগরিকগণ, যুবকগণ, প্রতিবেশী,
ফিরিওয়াল, ক্যানভাসারগণ ও
ভোটোপাসকগণ ।

স্ত্রী

সারদাসুন্দরী, গোব্‌রার মা, চমনিয়া, প্রতিবেশিনীগণ,
নবীনাগণ, বালকবালিকাগণ, উড়িয়াব্রমণীগণ,
কুমোর-মাসী, ভোটোপাসিকাগণ ও
সিদ্ধাসুন্দরীগণ ।

স্বস্তি-বাচন

(ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে উপাসক উপাসিকাগণ)

গীত ।

নাবীগণ । তেত্রিশ কোটীর ওপৰ ঠাকুব তুমি ভোটেশ্বরী ।

নাবদ ঋষিব মানস-কন্ধ্যা দস্তে লম্বোদরী ॥

আত্ম বন্ধু প্রীতি যথা থাকে গলাগলি,

তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি তথা কবে দলাদলি,

মদ না খেয়ে পদেব তবে ঢলাঢলি যবায়বি ।

পুরুষগণ । আমবা দলেব পাণ্ডা, মেজাজ ঠাণ্ডা ক'ব্বে ডাণ্ডা ধরি ।

কোথা-ও পাঠাই দৈত্য দানা কোথা-ও পাঠাই পবী ॥

নারীগণ । ভোটেকে যে এতটী দিন ছোটোব বাডে গরু,

মুটেব দোবে বাজা লুটে বলে আমি থরু,

বিলাত থেকে খেলাং ব'লে পৰু এল শুভঙ্করী ।

পুরুষগণ । ভোটেকে ইষ্ট, নেতা তুষ্ট, দল পুষ্ট কষ্টে কাতবং ।

দ্বন্দ্ব গন্ধে অন্ধ তাই বন্ধ 'বন্দে মাতবং' ॥

সকলে । ববদে এ বিবোধে পবিষেছ মা সাদা গবদ,

দেবদেবীর নাম দে'ছ গো দেশেব দবদ,

পূজে তোমার পদ, ক'বে গুরুবধ, নাম কিনেছি মন্ত মরদ ।

অ-মুসলমান ব'লে পেয়েছি সম্মান, গেছে হিন্দু-পরিচয় ;—

অজাত বলিয়া বিখ্যাত জগতে গাই স্বজাতের জয় ।

শুধু কুড়াইয়া ভোট হ'ব সব লোট

কোট বজায়ে বব ভিক্ষা করি ;—

মুহুদ-মর্দিনী, বিরোধ-বর্দিনী, ব্রিটিশ-তোষিনী দেবী ভয়ঙ্করী ॥

দ্বন্দ্বে মাতনম্

বোধন ।

কলিকাতা । একটা বস্তী-পল্লী ।

নিত্য-প্রত্যক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দৃশ্যে নাট্যোক্ত ব্যক্তি ব্যতী
অপব পাত্র-পাত্রীব গমনাগমন ও আঙ্গিক-ক্রিয়াদি দ্বাৰা যথার্থ্য সম্পাদনে
চেষ্টা কৰা উচিত ।

গোব্‌রার মা ঘুঁটে গুনিয়া গুনিয়া ঝড়িতে ভবিতেছে ।

গোব্‌-মা । নাচ গণ্ডা—নাচ গণ্ডা—ছ'গণ্ডা ; ছ' গণ্ডা—ছ'গণ্ডা—
সাত গণ্ডা ;—সাত গণ্ডা—সাত গণ্ডা—আট গণ্ডা ;—আট—আট—

(চমনিয়াব প্রবেশ)

চমনিয়া । এ গোবর কি মাতাবি—এ গোবর কি মাতারি—

গোব্‌-মা । এই ল'গণ্ডা ;—ল'গণ্ডা—ল'গণ্ডা—

চমনিয়া। আরে শুস্তি নেহি গোবরকা মাতারি, ~~মাতা~~ দুঁড়াং—
 গোব-মা। আরে মর আঁটকুড়ী ভুলিয়ে দিলে, আঁট না ল'গণ্ডা—কি
 ছাই গুনু।

চমনিয়া। আরে কয়ঠো বাবুনে তুহার দরুওয়াজা'পব খাড়া হোকে তুকে
 বোলাতে।

গোব-মা। তোর সাতানির সাতপুরুষকে বোলাচ্ছে বাবুতে; আ মর
 নছার ছুঁড়ী, আমাদের বন কেটে বাস এ পাড়ায়, কেউ কখনও
 কোনো কুছু কথা বলতে পাবে না; আমরা বাবুতে বোলাচ্ছে!

চমনিয়া। আরে চিড়তে হো কাহে মায়ী? গালি জিন্দ দেও; ভাল
 ভাল বাবু হাওয়াগাড়ীসে উতারকে খাড়ে হ্যায়—

(গোবরার মা উঠিয়া কোমব বাঁধিয়া)

গোব-মা। তবে রে ছুঁচোর বেটী পাজিনো, আমাদের গয়লার বংশকে
 বাবু দেখাতে এয়েছিস্? আ মর খোটানী ভেড়ীওলানী ছোলা-
 ভাজানী ছাতু-কোটানী, তোর দরুয়াজ হাওয়াগাড়ী দাঁড়াক,
 ছুড়ী গাড়ী দাঁড়াক, ময়লাফেলা গাড়ী দাঁড়াক—

চমনিয়া। ভাল! বাঙালীকে ভাল বাৎ কহে তো চোটা বান্কে
 মারনে খাওয়ে। বাবুলোক আয়ে ভোট মাঙনেকে লিয়ে; তুহার
 একঠো ভোট বাটন—

গোব-মা। কি—কি হ'য়েছে?

চমনিয়া। আরে তুহার একঠো ভোট আছে—ভোট আছে।

গোব্-মা । আ মন্ মাগী ! নগদ নগদ ট্যাকা দিয়ে কেনা আমার সব
গরু-বাহুর, আর বলে কিনা আমার ঘরে ভোট আছে ; যত চোরাই
মালের আড্ডা তোব ওই ভুনোওলা মিন্‌সের ঘরে, আমি জানি নি
বটে !

চমনিয়া । চোবি কা বাৎ কোন্‌ কহল্‌ ? গোয়ালকা লাইসেনী তুহার
নাম্‌মে আছো, না মেবি নাম্‌মে আছো ?

গোব্-মা । আমাব গোয়ালেব লাইসিনী আমার নামে থাকবে না তো
তোব খা ওড়ীর নামে থাকবে ?

(নীরদ ও ক্ষীরোদের প্রবেশ)

নীরদ । এই যে—গোবরবাবুর মা এখানে !

গোব্-মা । (মাথার কাপড় টানিতে চেষ্টা করিয়া) ওমা এ কারা
গো ! (প্রকাশে) তা বাবা আছে ক'টা গরু বটে, লাইসিনী
তো দিই ; হুখে জল, তা বাবা এক গলা গজা-জলে দাঁড়িয়ে
ব'লতে পারি—

ক্ষীরোদ । না—না—না,—ও হুখে জল টলের জন্তে আমরা আসি নি ।
এই খড়-খোলের বাজার চড়া, তা একটু আধটু কলের জল যদি না
হুখে দেবে তো চ'লবে কেন ? আমরা আসছি নির্ঝগবাবুর তরফ
থেকে ।

গোব্-মা । না বাপু না, নিবারণবাবু আমার হুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন ।

নীরদ। তা দিন গে। তোমার ভোটটা কিন্তু তাঁকে দিতে হবে ;
আমবা এসে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। তোমার স্নেহেব শরীর, রিক্স
চ'ড়তে পারবে না, জুড়ী চাও মোটর চাও যা বল আনবো।

গোব্-মা। হ্যাঁ বাছাবা, আমাব কি বাগান যাবাব বয়েস আছে ! ছিঃ
আমার ঠাট্টা ক'র্তে নেই।

ক্ষীরোদ। ঠাট্টা ! সে কি ? আপনার মুখ ঠিক আমার ন'পিসিমা'ব
মতন ; তা পিসিমা, গোবববাবুব কাছে-ই আস্তুম্—

গোব্-মা। ও মা, আমাব গোব্-বা আবাব বাবু হ'ল কবে গো ? ছুধের
মস্ত মস্ত টিনের ওই গুলো হ'য়েছে, সে গুলো বাক্যে ক'বে বইতে
পাবে না তাই একখানা ভাঙা চোবা গাড়ী রেখেছে ; তা'ব'লে বাবু
ফাবু ব'লে তা'কে অপমান্তি ক'রবেন না মশাই।

নীরদ। অপমান ! আপনি বোধ হয় পরশুকাব 'বুকের পাটা'
পড়েন নি ? গোপ-মাহাত্ম্য ব'লে তা'তে একটা দেড় কলম আটিকেল
বেরিয়েছে, গোবববাবুব নাম তিন তিন বার সেখানে উল্লেখ আছে,
আমি নিজেকে লিখেছি। তা' এই কথা রইলো...আপনি তৈবী
থাকবেন...লাল নিশেন গাড়ী এট্টে মনে বাধবেন। (চমনিয়াব প্রতি)
মক্কা-পোড়ানী ভগ্নি ! তোমাব স্বামীকো—আদমীকো—খসমকো—

চমনিয়া। ও নীলুবাবু পাকাড় লে গিয়া। পাঁচ পাঁচ বাবু আ কল্প
উনকো লে গিয়া ; ও নীলুবাবুকা ওয়াস্তে ভোটাইয়ে গা।

ক্ষীরোদ। তবে সর্কনাশ হোগা। শুধুন গোববচন্দ্রবাবুর মা, আপনি
নির্কাণবাবুকে ভোট দিলে ছুধের লাইসেনী অর্ধেক হ'য়ে যাবে।
ফুঁকো দেবার ব্যবস্থা—যা বেদে আছে তা' জার্মানী থেকে বই

আনিষে প্রমাণ ক'বে দেবেন আর কসাইকে গরু বেচলে যে তোমাদের গাল দেবে তাব মেয়াদ হবে।

চমনিয়া। আবে মেরি দেওব পান বেচতা, উস্কো চোর कहल।

নীবদ। ওই নীলুবাবু ওই নীলুবাবু, নীলুবাবুকে ভোট দিলে এখন চোব ব'ল্ছে তখন ডাকাত ব'ল্বে। আর নির্বাণবাবু একেবারে মাটির মানুষ! হাজাব খিলি পান তাঁব নিত্যি খরচ। তোমার দেওবেব দোকান থাকতে পোলিংএব দিন তিনি কি আর কোথা-ও থেকে পান নেবেন। তবে আমরা চ'ল্লুম...ঠিক রইলো সব।

(উভয়ের প্রস্থান)

গোব্-মা। হ্যাঁলা চামানি, এ আবার কি গেবো? জমীদারের খাজনা আছে, টেক্স-আপিসের ট্যাকা আছে, লাইসেন্সের লুটীশ, ইনিশপিক্চার বাবুব হুধ দই, তা'র ওপর ভোট ব'লে কি ঘোট ক'রে গেল?

চমনিয়া। সবকারকে হুকুম।

গোব্-মা। মিছে নয়! হুকুম—হুকুম—হুকুম—আবার তা'র ওপর ভোটের জুলুম।

(উভয়ের প্রস্থান)

(রাখালবেশী বালকগণের প্রবেশ)

গীত ।

হা রে রে রে বে বে ওঠরে কানাই ।

পোলিং এল চল চল ভোটে যাই ॥

সাজাইব তোবে খদবে আদরে,

বৈধে দিব চূড়া উড়ানী চাদরে,

ওঠ বে ওঠ রে ওঠ ছোটো ভাই ।

ডাকে হাস্যাবে যত হতভম্বা দেখু,

নাহি শুনে কান্ন মোটবের বেণু,

ভোটে যেতে নাহি চান্ন—

ওঠ রে গোপাল, খুলেছে কপাল,

ডাকে শিশুপাল করিবারে চাঁই ॥

হা রে রে রে রে রে উঠে কর কেলি,

ছুটে গোষ্ঠে গিয়ে খেলি,

খেলা বই ভোটে আর কিছু নাই ॥

(প্রস্থান)

(তামিজ মিঞা ও কলমদীর প্রবেশ)

কলমদী । আরে কইতে পার তামিজ মিঞা, তুমি তো এংরাজের হউসে

দপ্তরীর কাম ক'রে ঘুরন্তলা সফেদ ক'রে ফ্যালছ ; এই যে ভোট

ভোট কইছে, এর হদিসটা কি আমার সম্মুখে দিতে পার ? হোম্বরা

চোম্ৰা বাবুগার বাড়ীর জবর জোয়ান্ মরদগুলো নাকে কুমাল না
ঠুসে রাস্তা চলে না, তামাকে পায়ে-হাঁটা রাহাগিরের সাথে কথা কয়
না, আর তা'বা মস্ত মস্ত গাড়ী-জুড়ী থে' নেমে এই বস্তি বীচে ধোপা
নাপিত গয়লা উড়ে মেড়ুয়া সবাব নাচে নাচে এই ভোট ক'রে
বেড়ায়—এতে ওদেব মুনাফাটা কি ?

তামিজ। তাম্‌সা রে কলমদ্দি, ও এড্ডা বিলেতী তাম্‌সা ! মুই জান্
ছাহেবেব মুয়ে শোনছি, মোগাব চাহা জিলায় খয়বাতি মিঞা যেমন
কুকড়োব নড়ুয়ে হাজাব হাজাব টাঙ্গা খরচ কইবে তাম্‌সা ছাহে,
ব্যালাতে বড় বড় ছাবরা তেমনি মান্‌ষিব বীচে ঐ ভোটের নড়ুই
বেঁধিয়ে তাম্‌সা ছাহে । তা ব্যাংবাজ সরকার আপনগাব জমিদারীতে
তানাদেব ছাশের ছাতা জুতা ফিতা ইসে বামন্‌গর পৈতা লাগাৎ
আমদানি করছে ; বাঙাল খাওয়া, এঙাল খেলা, ঘোরার লাচ,
ম্যামের লাচ, ডগা মুড়ান মোচ, বাইস্কোপ সব আমদানি করছে,
আব ভোটের তাম্‌সাটা আমদানি করবা না !

কলমদ্দি। মোরা-ও খাজনা দি, টেক্স দি, লাইসেন্স দি, মোগার
মোগলমানের ঠাই ওনাবা ভোট মেঙতে আসে না ক্যানে ?

তামিজ। আরে কলমদ্দি, তুই হালা পাঁচ সাঁঝ নেমাজ করিস্ ক্যান্ ?
তুই মুই যে বাদ্‌শার জাত রে হালা বাদ্‌শার জাত ! ওই কাকের
হাঁহগুলোতে তুটিয়ে দিয়ে মোরা কি এমান্‌টা খুইয়ে ক্যাল্‌মু ? মোগার
মোছলমান মিঞাদের লেগে জুদা বৈঠক বসছে । জান্ ছাহেবের
কাছে শোনছি হাঁহুগর আর জাত নেই রে জাত নেই ! লাট ছা'বের
ফিরিস্তি থে' হাঁহু হালাদের নাম-ই বরখাস্ত অইছে । এ মুলুকের মালিক

মোরা মোছলমান, আর ঐ হাঁচগুলার নাম অইছে ‘বে-মোছলমান।’
মোগাব মোছলমান বৈঠকের কোনছুলি-ছোলতান অইবার লেগে
থারা অইছেন—মোলবী আতাউল্লা ছা’ব।

কলমদ্দি। কাগজি সাদেকের পোলা ?

তামিজ। আবে হালা, ছাদেক মিঞাছা’ব পুবাণা কাগজ বিগ্রি শিশি
বোদল বিগ্রি ক’রে ছাবালেবে র্যাংবাজি এলেম শিথিয়ে টেক্স-
আপিসের নক্সা আঁকা মোলবী কব্ছে; তা’তে কি খানদানির এজ্জৎ
গিইছে ?

(ফকির প্রভৃতি মুসলমান প্রতিবেশী প্রবেশ)

ফকির। স্থালাম আলেকম্ তামিজ মিঞা; কও কলমদ্দি, বেয়ান
ওক্কে কিসেব তক্কার লাগিয়েছ, কামে যাবা না ?

কলমদ্দি। বাবুদের বয়কট্ করছি—বয়কট্ করছি; আট্টায় হাজির
জাব ছয়টায় ছুটী, জাড় রোজা লিখে জাবে, নয়সিকা রোজ তবে
কর্ষিক ধরব—

ফকির। এট্টা শলা নিতে আলাম তোমাব ঠাই তামিজ মিঞা ! বস্তিব
মথি মুক্কাব-মুক্কাব তুমি তাই তোমারে-ই শুধুতে আলাম।
আতাউল্লোর তরফ থে’ তানার বুনুই আস্ছিল কাল সাঁজে মোর
বিঁড়িব দোকানে, ওই ভোটের কথা কইছিল; তা আমাদের বিচে
ঠিক হ’য়েছে তামিজ মিঞা যা এনসাক্ করবে তাই করব। কও,
তুমি কারে ভুটুতে বল ?

তামিজ। আরে কও কথা, আতাউল্লো ছা'ব খারা রহিতে ভুটুতে যাবা
কি ওই রসুনসদ্বারের বাই হিমুলমিঞারে? আতাউল্লোদের
খানদানিটা মালুম কবিস্ কি? ওই যেনাবে কাগুজি ছাদেক
কই, ওনার পবদাদাব পরদাদার খাস্ মোকাম ছ্যাল ইরাণ ছহরে—

কলমদ্দি। ইবাণ সহরটা কোন দ্বাশে চাচা?

ফকিবা। আবে আবব মল্লুকে।

কলমদ্দি। আরব! সে আবার কোন জিলা?

তামিজ। ইমন ব্যাকুব এই কলমদ্দিটা! আবব কনে জানে না।

ওবে হালা আব মোবে চাচা কসনে—কসনে; গাজীপুকের পচ্চিমবাগে
দে যে সাতক্ষীবে নদীটা গ্যাছে সেহান থে কোশ তিনেক দূরে
আবব ছহব; এ আর জানিস্ না?

(ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে ভাল্লুক নাচওয়ালার প্রবেশ; পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ছোট ছোট বালকবালিকার দল)

ভা-নাচ। ভালুক নাচে—ভালুক নাচে—ঠুমুক ঠুমুক—নাচে ভালুক
নাচে—ভা—আ—আল্—

১ম-বালিকা। ও ভাল্লুকও'লা দু'টো রোঁয়া দে না।

২য়-বালক। ও ভাল্লুক, হাবলিকে কামড়া রে কামড়া!

৩য়-বালক। আমাদের বাড়ী আয়না, একটা পয়সা দোবো।

ভা-নাচ। এক পয়সা মে ভালুক নেহি নাচ'তা; চার পয়সা, ভালুক
নাচে—ভালুক নাচে—ভা—আ—আল্—

২য়-বালক । ও ভাল্লুকও'লা, তোর ভাল্লুকের কখন জর হবে ?

৪র্থ-বালক । ঐ বৈবিগীদের বাড়ী চারটে পয়সা দেবে; চল—
চল—

তামিজ । তোবা ! তোবা ! এ হালার ভাল্লুক কন্থে' আল ? মোর
হাতে তছ্‌বি, আর হালার পো হালা ডগর ডগর বাজা বাজাতে স্কন্ধ
কল্ল ! র' হালা—র' হালা কাফেরের পো, আতাউল্লাছাব সে যোজ
মজলিসে ছাফা কইছে যে উনারে ভোট দে' কৌন্‌ছিলের ছোলতান
করলে ইমন একটা আইন জারি করিয়ে ছাবে কা'তে মোছলমান
মিঞাদের চলবার জন্তি রাস্তার বিচে একটা জুদা ফুটপাতর বনবে;
চল্‌তি চল্‌তি কাফেরের ছোঁয়া ছাপায় খোদার মোবারকে আউলিয়ার
জেভের ইমানভরা ছাহে গ'ল্‌তি না লাগে ।

ভা-নাচ্ । আরে নাচে ভাল্লুক—নাচে ভাল্লুক—নাচে ভা—আ—
আ—ল্—

কলমদ্দি । আরে এ হালা ভাল্লুকওলা মেড়ুয়াবাদো, নইলে আজ
গর্দানাটা—

তামিজ । দিন আস্‌বা কলমদ্দি, দিন আস্‌বা ! ছ'টা রোজ সবুর কর ।

ফকির বাই ছ একটা বিরি টিরি থাওয়াইবা ?

ফকির । তোমার এনারৎ—তোমার এনারৎ, আইস দোকানে ।

(মুসলমানগণের প্রস্থান)

ভাল্লুক-নাচুওয়ালাব গীত ।

নাচে ভাল্লুক নাচে ভাল্লুক

যেবে মুল্লুক চাঁদ ভাল ।

জঙলা জানোয়ার বাঙলা আয়া

নাচো থেম্টা তাল ॥

বালক-বালিকাগণ । জঙলা জানোয়ার বাঙলা আয়া

নাচো থেম্টা তাল ।

নাচে ভাল্লুক নাচে ভাল্লুক

যেবে মুল্লুক চাঁদ ভাল ॥

ভাল্লুক-নাচুওয়াল । বাবু নাচে, বিবি নাচে,

নাচে লেড় কাবালা ;

বুঢ়া নাচে, বুঢ়ি নাচে,

নাচে মিঞা লালা ;

বালক-বালিকাগণ । বুঢ়া নাচে, বুঢ়ি নাচে,

নাচে মিঞা লালা ;

বাবু নাচে, বিবি নাচে,

নাচে লেড় কাবালা ;

ভাল্লুক-নাচুওয়াল । ভোট ভোট কব্কে সব কোই নাচে

নাচে ঘাটোয়াল ;—

ভোরসে নাচে পহর বাত

সহর লালে লাল ॥

বালক-বালিকাগণ । সহর লালে লাল

সহর লালে লাল ।

জঙ্‌লা জানোয়ার বাঙ্‌লা আয়া

নাচো খেমটা তাল ।

যেরে মুল্লুক চাঁদ ভাল ॥

(সকলের প্রস্থান)

(বাজবাহাদুর ও গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

গুরুচরণ । প্রতি বৎসর-ই মাকে আনয়ন করি, যথা বিহিত পূজা হয়,
পাঁচ জন বড় লোকে কিছু কিছু দেন তা'তে-ই কার্য্য সুসম্পন্ন হয় ;
নইলে আমি গরীব ব্রাহ্মণ কোথায় কি পাব ? কর্ত্তা বরাবর পাঁচটা
ক'রে টাকা দিতেন—

বাজবাহাদুর । কর্ত্তার অনেক টাকা ছিল ; আমার এক বোনের পুতুলেব
বে দিয়ে-ই পাঁচ ছ' হাজার টাকা খরচ ক'রেছেন,—তা'র কি ।

গুরুচরণ । আজ্ঞে আপনি-ও তো দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি করেন—

বাজবাহাদুর । দেবতা মানি ভক্তি-ও করি, তা ব'লে ব্রাহ্মণকে মানতে
যাব কেন ? ঠাকুর ও সব জুচ্চুরি আর চ'লছে না চ'লছে না । দেখুন
অনেক কাল আপনারা ফাঁকি দিয়ে খেয়েছেন ; উঃ—কি ভয়ঙ্কর
জুচ্চুরি বলুন দিকিন আপনাদের, একেবারে জুলুম ! শ্রাদ্ধ,
সপিণ্ডিকরণ, তা'রপর বছর বছর শ্রাদ্ধ ; বাবা ম'রে-ও আপনাদের
হাত থেকে নিস্তার নেই ; ইংরেজ যে বেণের জাত—সে-ও মরার
ওপর ট্যাক্স বসায় না ।

গুরুচরণ । এ সব ক্রিয়া কৰ্ম্ম না হ'লে ব্রাহ্মণের চ'ল্বে কি ক'রে ।

বাজবাহাদুর । তা ফাঁকি দিয়ে থাকেন ব'লে কি পরের ওপর জুলুম ?

বামুন না হ'লে ঠাকুর পূজো হবে না এ কোথাকার বিধি ? আমি

যদি কখনও বাড়ীতে ঠাকুর আনি তো আমাদের বাড়ীব সরকারকে

দিয়ে পূজো কবাবো । সংস্কৃত না ব'লে কি ঠাকুর বুঝতে পারে না ?

গুরুচরণ । আজ্ঞে বেদে ব্রাহ্মণের অধিকার—

বাজবাহাদুর । বেদ ! বেদের বুঝেছেন কি ? বেদ প'ড়েছেন ভাল ক'রে ?

বেদ তো সেদিনকার লেখা,—অদিতি চক্রবর্তীকে জিগ্গেস্ করুন

গে' ; ফাইলজি তো জানেন না তা বুঝবেন কি ? বেদে যা সংস্কৃত

আছে তা বিক্রমাদিত্যের ঢের পরে ।

গুরুচরণ । আজ্ঞে আপনি যখন ব'লছেন—

বাজবাহাদুর । আমি ব'লছি কি ? একথানা ভন গ্রাফ্ বেঞ্জীগালের

বই আনান, আনিয়ে দেখুন ; আববদের ভেতর বেদোইন ব'লে একটা

জাত ছিল ; তা'বা যে গান গেয়ে লুট ক'রতে যেতো সেই গানগুলো

জড় ক'বে ব্যাসেং ব'লে একজন ইহুদি প্রথম পাবলিশ্ করে—

গুরুচরণ । আশ্চর্য্য গবেষণা আপনাব ।

বাজবাহাদুর । হিষ্ট্রি, ফিষ্ট্রি, কিছুই প'ড়লেন না তাই ব'লছেন গবার

শোনা । বেদে 'সবিতা' ব'লে একটা কথা আছে তো ?

গুরুচরণ । হ্যাঁ, সূর্য্যের আর একটি নাম ।

বাজবাহাদুর । সূর্য্য ! সূর্য্যি ছেল কোথায় ? সিরিয়া থেকে সূর্য্য ক্রমে

বাঙলায় সূর্য্যি দাঁড়িয়েছে । ঐ সবিতা রাশিয়ার সোভিয়েট কথা

থেকে হ'য়েছে তা জানেন ? ও-সব বামনাই কামনাই ছেড়ে দিন ।

জাতটাত আর থাকবে কি ? বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখে নেবেন বিলেত থেকে যত বেকাব লোক আছে সব এসে বাঙালীর মেয়ে বিয়ে ক’রে আমাদের সংসাবে ঢুকে প’ড়বে । আমাদের উচিত হ’চ্ছে এখন থেকে মোছলমানের ঘবে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া, তা’হ’লে খোঁচাখুঁচিব হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে ; তা না হ’লে একজাত হবার কোন উপায় নেই ।

গুরুচরণ । ভাল কথা বাজবাহাছব ! এই যে ভোটের লড়াই চ’লছে এর একটা নিষ্পত্তি হ’লে এ হাজাম টাঙ্গাম গুলো কি মিটে যাবে ?

বাজবাহাছব । নিশ্চয়-ই যাবে । গোটা দুই সোজা কাজ ক’রলে-ই এদিন গোল মিটে যেতো । তা কেউ তো প’ড়বে না শুনবে না, খালি কাউন্সিলে ঢুকে এ ওকে হারাবো এই নিয়ে মত্ত, আর রাহাখরচ বাবদ একটা উপসব্ব !

গুরুচরণ । আপনি-ও কেন ভোটের জন্ত দাঁড়ালেন না ?

বাজবাহাছব । দোরে দোরে খোসামোদ ক’র্ত্তে যেতে আমার দায়টা প’ড়েছে ! তবে আমি খুব ভাল লোকের কাছে শুনেছি যে যদি ঢোলের ওপব ‘ডিউটি’ বসে আর পথে যেতে যেতে যে মুসলমান জাতা যেখানে সর্দি-গন্নি হ’য়ে ঢ’লে পড়ে তা’র সেই খানে-ই গোরের ব্যবস্থা হয়, তা হ’লে কোন গোল-ই থাকে না ।

গুরুচরণ । তবে যে শুনেছিলুম চাকুরীর ভাগাভাগী নিয়ে একটা কি ঝগড়াট বেধেছে ?

বাজবাহাছব । বাধবে-ই তো ; সব চাকুরী ওদের ছেড়ে দিতে হবে,

লেখাপড়া শিখলে না শিখলে তা'তে কি এল গেল ? ওদেব সঙ্গে পাব্বে কেন ?

গুরুচরণ । আমি তো এক বিপদে প'ড়েছি । শম্ভুবাবু ডেকে ব'লেছেন যে আমাব যজমানদেব ভোটগুলো যা'তে নীলুবাবু পান তা'র তদ্বির ক'রতে হবে, আবাব ওই বাড়ীব মধ্যে-ই তাঁব-ই ভ্রাতৃপুত্রুব অভয় চরণ বলেন, কে একজন নির্বাণ বাবু আছেন তাঁব দলে আসতে ।

বাজবাহাদুর । আমাব পবামর্শ শুনবেন ?

গুরুচরণ । আশ্বে অবশ্য শুনবো ; আপনাদের দ্বারা-ই আমরা প্রতিপালিত—

বাজবাহাদুর । এই তো সামুনে আপনাব কালীপূজো, যারা আপনার পূজায় বেশী প্রণামী দেবে তাদের দিকে-ই ঝুঁকে প'ড়ুন ।

গুরুচরণ । কিন্তু সেটা ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ হবে না ?

বাজবাহাদুর । রাজনীতির সঙ্গে আবাব ধর্ম্মনীতি জড়াতে আসছেন কেন ? ওই তো বামুনদের দোষ ! রাজনীতিতে একটু ঝাঁজনীতি দরকার, ধর্ম্ম ফর্ম্ম এতে ঢোকাতে নেই । এই মোয়াউলী, এ-গুলো কিস্কা মোয়া ?

মোয়াওয়ালী । ফডুই কি হো বাবুজো, পয়সা পয়সা ।

বাজবাহাদুর । ছ'পয়সামে তিনটে দিতে পারেগা নেই ?

মোয়াওয়ালী । নেহি বাবু, গরীব আদমী, চাউলকা দর বড় মাজা ছয়া—

বাজবাহাদুর । দে' দে' বাসী ছায় নেহি তো ? টাটকা ছায় ? (ছ' পয়সার মোয়া গ্রহণ)

গুরুচরণ। নাতি-নাত্নীদের খাওয়াবেন বুঝি ?

বাজবাহাহর। আঙুর—আঙুর,—বেদানা, পেত্তা, পেলেটীর বাড়ীর কেক্।

তারা মুড়ী-মোয়া খাবে ? যত কুশিকা দিচ্ছে বাপু-মায়ে এ আমি খাব,
যতটুকু পেটে যাবে ততটুকু রক্ত ।

গুরুচরণ। যথার্থ হিন্দুর বংশে জন্ম আপনার, সাঙ্ঘিক আহার
ক'রবেন-ই তো ।

বাজবাহাহর। (মোয়া খাইতে খাইতে) তা ভট্টচায্ সন্ধ্যের সময় একবার
যেও—কিছু দোব ।

(প্রস্থান)

গুরুচরণ। একটু ফ্যাপাতে ভাব, নইলে বাজবাহাহর মানুষ মন্দ নয় ;
সরল প্রাণ, শরীরে মোটে রাগ নেই । পরামর্শ ভাল-ই দিয়েছেন ;
তুমি সন্দারী ক'রবে, মুড়ুলী ক'রবে, আর—আর আমরা পাঁচজন
বাজে খেটে-ই বা মরি কেন ?

(প্রস্থান)

(ক্ষীরোদ ও নীরদের পুনঃপ্রবেশ)

ক্ষীরোদ। গোবিন বাবু কথার মানুষ, যখন ব'লেছেন তখন আমাদের
দেবেন-ই ।

নীরদ। বুড়ো লোকটা ভাল বটে ; অত অমুখে-ও আমাদের সব
আশুমেট বেশ মন দিয়ে শুন্লে । ব্যামোটা যেন একটু শক্ত ব'লে
মনে হয় ।

ক্ষীরোদ। ওই হিক্কেটাতে-ই একটু সন্দেহ হ'চ্ছে ; যা হোক ; ডি, এন্,
ডন্কে নিয়ে আজ সন্ধ্যা বেলা একবার আসতে-ই হবে । দোহাই মা

কালি—দোহাই মা কালি ! ওয়ান্ রুপি ফোর এনাস্ তোমার পূজো,
এই গোটা ছ’তিন দিন গোবিন্ বুড়োকে বাচিয়ে রাখ ! পোলিংএর
পর দিন যা’ হয় হবে ।
(প্রস্থান)

(নবীনাগণের প্রবেশ)

গীত ।

আমবা টাটুকা ভালবাসি,
তাজা তাজা গবম গরম টাটুকা ভালবাসি ।
না থাকলে চটক, ঝটুকা মেরে
ফেলে দিয়ে ল’টুকে দোবো ফাঁসী ॥
‘গতকল্য’ তুণ তুলা, ফুল্ল কবে ‘অন্ত’,
কি সাহিত্য গীতি নৃত্য গল্প কিংবা পণ্ড,
চোন্দ হ’তে হই আবাধ্য পঁচিশ পারে বাসি ।
নতুন ব’লে ববের সঙ্গে মিষ্টি সম্বন্ধ,
মায়ের পেটের ভায়ে যেন পুরোণোব গন্ধ,
তাই আনন্দ উটুকামণ্ডে, ছি ছি গয়া কান্ধী ॥
তাই পুরোণো পোড়াতে আগুন জ্বলেছি,
আছা তরুণে তুমিতে কুমুম তুলেছি,
ঘোমটা খুলেছি, লজ্জা ভুলেছি, চলেছি স্বপ্নের সায়রে ভাসি,—
স্বহাসিনী স্তম্ভাবিনী নারী সদা সবুজ-পিয়াসী ॥

(বোধনাস্তে কিষ্কিৎ বিরাম)

উৎসবারম্ভ ।

সপ্তমী ।

অস্তঃপুরস্থ দরদালান ।

সারদাসুন্দরীর গীত ।

কার পুকুরে ঠাকুরপো গো নাইতে গেল ভাই ।

বোঠা'ণ ব'লে টান কি প্রাণে একটুখানি নাই ॥

ভাতের থালা সাজিয়ে আমি ব'সে আছি একা,

ভাজের বুকের মাঝে, কি যে বাজে বোঝে না কি জ্বাকা,

তার দাদা রাগলে, আগলে আগলে আমি কত কি বোঝাই ॥

(মরি) আমি দিব্যরাস্তির ক'রে দেওর দেওর,

দেওর চলো মোল্লা-পাড়া খুঁজে আনতে মেঘর,

রেসোর মতন ভোট-ভিথিরী সে যে দোরে দোরে ঘোরে ছাই ;—

বাজ প'ড়ুক এই রাজনীতিতে কাজ ক্ষতির কি বালাই ॥

(শশব্যস্তে প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ । এই যে বোঠা'ণ, ভাত হ'য়েছে না কি ?

সারদা । বেলা কত আকাশ পানে ঠাউরে চেয়ে দেখেছ কি ?

প্রকাশ । তাইতো তাইতো...দাও দাও শিগ্গীর দাও—

সারদা। কাপড় চোপড় গুলো ছাড়, মুখে একটু জল দাও।

প্রকাশ। সময় নেই সময় নেই, আবার এখুনি বেরোতে হবে।

সারদা। সময় তোমার কোন দিন কবে থাকে! কোন্ আপিসে কার চাকরিতে ঘোর বল দেখি? সেবার হুজুগে মেতে কলেজ ছেড়ে একেবারে ভবিষ্যৎটা নষ্ট ক'ল্লে, এতে-ও আক্কেল হ'ল না?

প্রকাশ। কি হ'তুম্ উকিল হ'য়ে? কেবল কা'র ঘরে ঝগড়া বাধবে, কা'র ভিটে মাটি উচ্ছন্ন যাবে, আর আমার জুড়ীর ওপর মোটর হবে এই ভাবতুম্ বইতো নয়।

সারদা। তা লোকে যদি আপনা-আপনি ঝগড়া ক'রে ম'রে ভাগাভাগি ক'র্ত্তে যায় তা'তে তোমার দোষ কি?

প্রকাশ। হ্যাঁ, ১৩৩এর A উকিলের বাড়ী বে, ১৩৩এর B এটর্নির ভাতে ভাসে খি, ১৩৩এব C, D, F, ব্যাঙ্ক বইয়ে বোকাই ব্যারিষ্টারের 'সেক্'।

সারদা। সারারাত তোমার মেশোর মত পোষ মাসেতে পাখা ঘোরে মুড়ি দিয়ে লেপ। আমি বল্ছিলুম কি, যে যাদের জন্ত ঘুরে ঘুরে এই সোণার অঙ্গ—

প্রকাশ। আমার বুঝি আবার সোণার অঙ্গ?

সারদা। সোণা চেনে বেণে গো, সোণা চেনে বেণে! এই অঙ্গ কালি ক'রে ফেল্ছো, কাজ চুকে গেলে, পাশ দিয়ে চ'লে গেলে-ও যে তোমায় তারা চিন্বে না। বইএর কথা মুখস্থ ক'রে ক'রে তিন তিনটে পাশ ক'ল্লে, নিজের কথা ভোল কেন? জ্যষ্টি মাসের মাঝামাঝি, ছকুর বেলা, ট্রামের ভাড়া পর্য্যন্ত ট'্যাকে ছিল না, ঢাকুরে থেকে পায়ের হেঁটে

চ'লে এসে আক্লাস্ত হ'য়ে ঠিক ঐ খানে শুয়ে প'ড়েছিলে ;—আহা
যেমে খুন—

প্রকাশ। তোমার গুণ, তোমার গুণ বোঠা'ণ কখন-ও ভুলি নি ; সে যত্ন,
সে আদর—

সারদা। চূপ কর ; আমার স্তব শোন্বার অবসর নেই। দেখা করে নি,—
দেখাটা করে নি—মনে প'ড়ছে ? কোনো উপায় করা দুবে থাক্, ছটো
সৎ পরামর্শ দেওয়া উদিকে যাক্, একবার সাম্নে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুম
পর্যাস্ত পাও নি ; আটটার সময় গিয়ে থল্লা দিয়ে দেউড়ীর বেঞ্চির উপর
ব'সেছিলে, বেলা ডেড্ডার সময় একজন ডেপুটী-দেশহিঠৈঘী দয়া ক'রে
থবর দিলেন যে হেড্-পেট্রিয়ট্ তখন একজন খুলনার মেথরের
সঙ্গে কোলাকুলি ক'ছেন, যার তার সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ
নেই !

প্রকাশ। কি জানো, কি জানো বোঠা'ণ পতিত জাতিকে উন্নত—

সারদা। আর উন্নতকে পায়ে থে'লিত।

প্রকাশ। সে কি বোঠা'ণ, তুমি দেশকে ভালবাস না ?

সারদা। বাসি ; কিন্তু আপনার জনের মাথার কেশ মুড়িয়ে দিয়ে যে
দেশ-ভালবাসা তা' আমার নেই ভাই ! আমি যে কোণের
বউ, দরকার হ'লে আমি-ও তোমার মত জেলে যেতে রাজি আছি
যদি তা'তে দশজনের উপকার হয় ; কিন্তু তা ব'লে বেলে-খেলা হ'য়ে
আমি ক'র্ব্বো পিকেটিং আর তিনি ক'র্ব্বেন পিকেটিং সে মেয়ে
আমি নই।

(পরিধানে লুঙ্গি, গায়ে বঁা দিকে বন্দ অঁটা খুস কোট, ভয়ানক
ঘাড়ছাঁটা চুল, মুখে বিঁড়ি কবালীব প্রবেশ)

সারদা । (সভয়ে ঘোমটা টানিয়া) ওমা, বাড়ীব ভেতর মোছনমান
কেন গো, বাড়ীব ভেতর মোছনমান কেন ? (অপসরণ)

প্রকাশ । (আস্তিন শুটাইয়া) আবে ছবাচাব হর্কৃত ! আমার শরীরে
এখনও অর্ধ্য-শোণিত বহমান—

করালী । আবে, মুই নহি বহমান—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান করালী মামা ।

প্রকাশ । সর্কনাশ ! বোঠা'ণ তো ভয়ে দৌড় দিয়েছেন । ও বোঠা'ণ—
ও বোঠা'ণ, একবাব কবালী মামাব সাজটা ভাল ক'রে দেখে
যাও ।

(সাবদাব পুনঃ প্রবেশ)

সাবদা । ওমা, ছোট মামা । তা আপনি তো হাট কোট প'রুতেন,
খাস্-নবোশ সাজতে আবন্ত ক'বেছেন কবে থেকে ?

কবালী । বিলিতি কাপড়, বিলিতি ধানা, বিলিতি কুম্ভো, বিলিতি
দেশলাই পর্য্যন্ত আর স্পর্শ কবি না ; বিলিতি কুকুব ক'টা ছিল তা'
পর্য্যন্ত সিল্ভেট্টব সাহেবকে দিয়ে দিয়েছি ।

সারদা । তা খন্দর প'রুলে-ই তো প'রুতে পারেন ।

কবালী । মোটরখানা শুধু ছাড়তে পারি নি, খন্দরের সঙ্গে তা উদ্ধরতায়
খাপ্ খায় না, তাই ইন্সলামকে দিয়েছি সেলাম ।

(কতিপয় প্রতিবেশিনীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

(এই) ভোটের কৌদল দেখে ইচ্ছে করে গৌদলপাড়ায় যাই ।

স্বপ্নর ভাসুর ভাই কি জামাই কারুর কামাই নাই ॥

(এই) ভোটের ল্যাঠায় বাপে ব্যাটায় বেঁধেছে লড়াই,

ভায়ে ভায়ে বাক্য বন্ধ দ্বন্দ্বিতে চড়াই,

কি তোমার তেজ, ওগো ইংরেজ, কি বিষের বড়াই ;—

কি পড়া পড়ালে কি বিত্তে ছড়ালে বাড়ালে কি বাই ;

ক'রে দেশ দেশ বুঝি অবশেষ চির প্রিয়জনে হার গো হারাই ॥

(সকলের প্রস্থান)



অষ্টমী ।

গঙ্গাতীর । শ্মশানেশবের ঘাট, রাস্তা ; পশ্চাতে

গঙ্গার ঘাটে স্নানপূজাদি নিরত নবনারীগণ ।

“বোধন-দৃশ্তের” তায় এই স্থলেও স্থানকালোপযোগী ব্যবস্থা করা শ্রেয়ঃ ।

গুরুচরণ । শ্বেতবস্ত্র পরিধানাং মুক্তামণি বিভূষিতাম্ ।

ততো ধ্যায়েৎ সূর্যপাঞ্চ চন্দ্রায়ুত সমপ্রভাম্ ॥

প্রথমা স্ত্রী । (শিবের শিরে ফুল দিতে দিতে) নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়
ধ্যান্নেনেতাং ময়েষং রজত গিরিশি বং—হ্যাঁ ভচ্চাষ্যি মশাই, মহাদেব বে
ধেই ধেই ক’রে নেতা করেন তা যাত্রায় দেখেছি, কিন্তু তাঁর কি
আবার গিরিশীর ব্যামো-ও ছেল ?

গুরুচরণ । শরীরং ব্যাধি মন্দিরং । যখন শিবের একটা শরীর ছিল তখন
ব্যামো স্ত্রামো অবশ্র-ই ছিল ।

দ্বিতীয়া স্ত্রী । ব্যামোর কথা ব’লো না বাবা ঠাকুর, ব্যামোর কথা
ব’লো না ; আমাদের ঐ একটুখানি গলির মধ্যে একখানা বাঁকী
ফাঁক পড়ে নি ; কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই ; দমবদ্ধ হয়
আর পা হু’খানা ভারী হ’য়ে ওঠে—

গুরুচরণ । হ্যাঁ ভারী হ’য়ে ওঠে ব’লে-ই শাস্ত্রে ওর নাম হ’চ্ছে বেড়া ;
তা ইংরিজীতে ‘ড’য়ে শূন্য “ড” নেই ব’লে সাহেবরা ওকে বেরী
বেরী বলে !

প্রথমা স্ত্রী । এ পোড়া নতুন ব্যামো এল কোথেকে ?

শুক্রচরণ। নতুন সামগ্রী আজকাল আর কোথা থেকে আমদান হ'চ্ছে?—সব-ই বিলাত থেকে।

প্রথমা স্ত্রী। আ মরু গতর খেগোবা! নিজের দেশ থেকে ধুতি আনাচ্চিস্, শাড়ী আনাচ্চিস্, চুড়ী আনাচ্চিস্; বোতলেব জল, রাজ্যের কল সব আনাচ্চিস্, তা'র ওপব আবার বোগের আমদানী ক'র্ত্তে জুফ ক'ল্লি কেন? একবার সেই, তখন আমার বে বুঝি হয় নি, আনিয়েছিল কি না ডেঙো, আবার সেবাব আনাতে 'পেলেক্' আর এবার ও যে কি ব'ল্লে কি?

শুক্রচরণ। বেরী বেরী।

দ্বিতীয়া স্ত্রী। (তৃতীয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া) কি গো ন' গিন্নী, আজ যে তোমার দেরী?

তৃতীয়া স্ত্রী। নাতিব দৌবাশ্বি দিদি, নাতিব দৌরাশ্বি; ছোঁড়া কাল সমস্ত রাত খায় নি ঘুমোয় নি; একবাব ঘর থেকে বেরিয়ে রকে এসে দাঁড়ায়, একবার বা হুড়হুড়্ ক'বে গিয়ে সিঁড়ি দে' উঠে আলসেয় পা ঝুলিয়ে বসে, আর ভোট না মোট কি ব'লে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমি কি ছাই রাতে ভাল ক'রে শুন্তে পাই, মনে ক'বলুম্ বুঝি নোট ফোট কি হারিয়েছে; তা ব'ল্লে 'আমি এত ক'রে চার চারটে নোট ভাঙালুম্ আর ঘরের শত্রু দাদা কিনা গিয়ে কেড়ে নিলে! কর্ত্তাকে গিয়ে কত ব'কলুম্, ব'ললুম্ "হ্যাঁ গা ছেলমানুষ ক'খানা নোট ভাঙিয়েছিল তা তা'র ওপর তোমার লোভ হ'ল কেন?" তিনি তো হেসে ই খুন, ব'ল্লেন "নোট নয় গিন্নী, ভোট ভোট!" তখন ব'কলুম্ একটা কিছু খেলার জিনিস, তারপর—

শুক্রচরণ। খেলা নয় দস্ত-গিন্নী খেলা নয়, ‘পেলেগ’ ‘বেরিবেরী’র মতন ও একটা বিলিভী বোগ; এ-দেশেব লোককে যেমন ভূতে পায়, বিলেতের লোককে তেমনি ভোটে পায়; ইংরিজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ব্যাধিটা-ও এ-দেশে প্রবেশ ক’বেছে। যেমন শীতলার অমুগ্রহ পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধি পায় তেমন ভোটেস্বরীর ক্রুপা বাড়ে তিন তিন বৎসর বাদে। বোগেব একবার প্রতাপটা বোঝ মায়েবা! অত আদরেব নাতি, যাদের সাতবাব থাইয়ে ও ঝুড়ো ঠাকুবদাদাশুনোর আশ মেটে না, এই ভোটেব বঙ্গে তারি সঙ্গে দাঙ্গা।

কুমোব-মাসী। (অগ্রসর হইয়া) সেই খোটানী মাগী বেশ টাটকা টটিকা ন’টেব গোড়া এনেছে দেখে এইছি, তাই তাড়াতাড়ি জপটা সেক্রে নিচ্ছিলুম, তবে তোমাদের সব কথা কানে যাচ্ছিল। ও ভোট ফোট তোমরা বুঝবে না, আমি ওব সব জানি। নবস্ত ওই কোথাকার বাবুবা সব দমেব গাড়ী চ’ড়ে এসেছিল; আমাদের ওখানে কান্তিকের থড় জড়ানো হ’চ্ছে কি না—তা দেখ বোন, তাবা সত্যি বড় নোক; বং কবা, চোক-চমুকানো চুলোয় যাক্, সেই খালি থড়ের কান্তিক একখানা নগদ নাচ টাকার নোট দিয়ে নিয়ে গেল!

প্রথমাঙ্গী। তা এখনকাব ছেলেপুলেরা অনেক কারিকুবী, হাতের কাজ শিখছে; হয়তো বাভী গিয়ে মাটা রং-টং দিয়ে আপুনারা-ই গ’ড়ে নেবে।

কুমোর-মাসী। না দিদি না, কর্তা জিগ্গুসেছিল, তারা ব’লে ঐ মুরং নিয়ে মোচ্ছবের দিন মেড়া-পোড়া ক’রবে।

শুক্রচরণ। মোচ্ছব কিসের?

কুমোব-মাসী। ভোটের মোচ্ছব বাবা, ভোটের মোচ্ছব! তাইতো বামুন
দিদিকে ব'লছিলাম, তুমি বুঝবে না, আমি ওব সব জানি। “স্বদেশ”
ব'লে কোথায় কি এক ঠাকুর উঠেছে, অনেক ইংরিজী-পড়া বাবু তা'র
ভক্ত হ'য়েছে।

শুরুচরণ। ওঃ প্রণিধান ক'বেছি, প্রণিধান ক'রেছি। বাজবাহাদুরের
কাছে শুনেছি যে বেলাতে এই ভোটের দলাদলিতে এ ওর মুরং
গ'ড়ে পবম্পরের মুখে আগুন দেয়।

দ্বিতীয়াঙ্গী। ওমা কি জালা! পূজো আচ্ছা ক'রুবি ভক্তি ক'রুবি,
তা' না মুখে আগুন দেওয়া-দেয়ি কেন?

কুমোর-মাসী। ওমা, ওবা সব শাস্ত্র-পড়া বাবু, সব জানে সব জানে;
ওরা যে সেই স্বদেশকে উদ্ধার ক'বে,—মুখে আগুন না দিলে কি
গতি হয়? আগে মুখে আগুন তাবপর ছবাদ শেষে গলায় পিণ্ডি,
তবে তো উদ্ধাব! (কয়টা নাগরিকার প্রতি) অ-বাচ্ছা, তোমবা যে
একেবাবে গা ঘেঁসে চ'লতে আরম্ভ ক'রেছ, এখানে বামুন-সজ্জনের
মেয়েরা পূজো-আচ্ছা ক'রুছে দেখতে পা'চ্ছ না?

প্রথম-নাগরিক। ঠাকুর দেবতা আমরা-ও মানি মা, ঠাকুর দেবতা
আমরা-ও মানি! মানুষে নাক সঁট্কাই বটে, কিন্তু ভগবান
আমাদের-ও পায়ে ঠেলেন না।

দ্বিতীয়া-নাগরিক। সে নাক-সিঁটুকোনো আর নেই লো হরি, নেই!
আমাদের-ও মাগি বেড়েছে; সব বড় বড় লোক, লেকচার-দেওয়া
বাবু-ও আজ ক'দিন আমাদের পাড়ায় ঘুরছেন আর সিঁড়ি
ভাঙাভাঙি ক'চ্ছেন;—এবার আমাদের ও ভোট হ'য়েছে।

কুমোর-মাসী । ওমা সে কি গো, তোমাদের ভোটের সঙ্গে সব বায়ুন-
কায়েতেব ভোটের ছোঁয়াছুঁয়া হবে !

প্রথমা-নাগরিকা । কেন হবে না মা ! আমবা-ও তো মানুষ, আমরা-ও
তো টেক্স-খাজনা দিই ।

(রাস্তায় ক্ষীরোদ ও নীরদেব প্রবেশ)

ক্ষীরোদ । জয় বাবা শ্রুশানেশ্বর ! জয় বাবা ব্যোম মহাদেব ! মা সিদ্ধেশ্বরীর
কাছে জোড়া পাঁঠা মেনে এসেছি, আব তোমায় বাবা পাঁচপো
হালুয়া ভোগ দোব, আর তিনটে রূপোব বিল্লি পত্তব ! এই যা'রা যা'রা
আমায় কথা দিয়ে আমতা আমতা ক'বছে তাদের যেন ঘাড়-মুড়
ভেঙে বেরিবেবী হয়, পোলিংএব দিন যেন বিছানা থেকে উঠতে না
পারে । (একজন লোককে দেখিয়া) এই যে শেতলবাবু, চান
ক'বতে না কি ?—আমাদের কথাটা—

শীতল । গোবিন্দ বাবুর অবস্থাটা এখন যেন কেমন কেমন বোধ হ'চ্ছে ;
আপনাবা ডাক্তার দেখালেন, শেষ ক'ব্বরেজ—

নীবদ । বক্রিশ টাকা ফি দিয়ে সন্নিপাত সেনকে নিয়ে যাব, ভয় কি ?

শীতল । আর মশাই, এখন বাবাব চরণামৃত-ই ভরসা,—তাই নিতে
এসেছি ।

ক্ষীরোদ । বাবা, কটাক্ষে চেও ! গোবিন্দবাবু বড় ভাল লোক, তাঁর
কথার নডচড় নেই ; সেদিন হাঁপাতে হাঁপাতে-ও আমাদের অহুরোধ
রাখতে রাজী হ'য়েছেন । নিদেন এই ক'টা দিন বাবা, নিদেন এই

ক'টা দিন,—একটা সই আঁচড়ে দিয়ে তারপর পুণ্যবান লোক,
সজ্জানে গঙ্গালাভ হয়, সে তো সুখে-ই কথা।

নীরদ। হালুয়া বাড়িয়ে দে' ক্ষীরো, হালুয়া বাড়িয়ে দে',—আলাদা

আলাদা পূজোর বন্দোবস্ত কর; কিছু বাগনা-ও না হয় দিয়ে যা'।

(ঘাট-পাণ্ডা অগ্রসর হইয়া)

পাণ্ডা। ছ'চার টাকা যা দিব আমাব হাতে দিয়, এক্ষণ বাবো দিন
আমার পলি অছি; আপনাব শত্রুর নাম-গোত্র বল, আমি উন্টা
বিষপত্র বাবার মন্তকে অর্পণ ক'ব;—সব সুফল হ'ব।

নীরদ। 'দে'—দে' একটা টাকা এইখানে-ই 'দে', মাঝ ওখানে-ও ধূনোর
সঙ্গে গন্ধক গু'ড়িয়ে দিতে ব'লে এসেছি।

(ক্ষীরোদ বর্জক টাকা প্রদান)

ক্ষীরোদ। এখানে একটা ডুব দিয়ে নোব না কি ?

নীরদ। না—না—না—না! দেবী হ'লে সে নিতাই রায়টা মামলা
ক'র্ত্তে বেবিরে যাবে; সেই শালাব পায়ে ধ'রে ওইখান থেকে অম্মনি
আহিরীটোলাব ঘাটে নেয়ে নেওয়া যাবে।

ক্ষীরোদ। পায়ে ধরার প্যাচটা তুই আজ-ও ভাল ক'রে শিখতে পার্লি
না; আমি যার একবার পায়ে ধরি তা'কে সাতদিন পেট্রোল
মালিশ্ ক'র্ত্তে হয়।

নীরদ। কজীর জোর ক'মে যাচ্ছে ভাই, কজীর জোর ক'মে যাচ্ছে!
ক'দিন পেটে ভাত পড়ে নি বল তো ?

ক্ষীরোদ। সে তো শুধু তোমার একলার নয়, আমাদের ধ'র্ত্তে গেলে

পাড়াগুরু লোকের বাড়ী হাঁড়ী চড়ে না। ভুলোর কাকা বুড়ো মিন্‌সে
সে-ও নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে। কেন, তোমাব জ্যাঠা কি ক'রে
বেড়াচ্ছেন ?

নীরদ। উকিলের চিঠি দোব ব'লে দিয়েছি, বাড়ীর মাঝখানে পাঁচিল
প'ড়বে ব'লে শাসিয়েছি। যদি আমাব ভোট কাড়েন জ্যাঠামশাই।
জ্যাঠাইমা আমাদেব দিকে ; মদনমোহনতলায় অনেক বাড়ীর
মেয়েদেব ঠিক ক'রেছেন ;—বাবা নারী শক্তি ! নারী-শক্তি ! পুরুষের
যুক্তিটুকি ওব সঙ্গে চলে না।

স্বীরোদ। (প্রিয়নাথ ও ভবেনকে দেখিয়া) আরে কেও, প্রিয়বাবু
যে, ভাগ্যি দেখা হ'ল !

প্রিয়নাথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ভারী ব্যস্ত ভাই ভারী ব্যস্ত—

নীরদ। আহা তা তো ব্যস্ত হবে-ই। কিছু পকেটস্থ ক'রেছ না কি,
কার দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছ ?

প্রিয়নাথ। ও-কথা আমার কেউ ব'লতে পারে না। দেখ, Those
who live in Glass-house—

স্বীরোদ। The cause of a Bottle must espouse. তবে
স'বে প'ড়লে যে !

প্রিয়নাথ। কি জানো ব্রাদার,—কি জানো,—ফাদার-ইন্‌ল—অর্থাৎ
আমার স্বগুরুমশাই—

স্বীরোদ। তোমার স্বগুরু ! তিনি তো একজন স্বদেশের কু-সন্তান ;
বস্ত্রার চাঁদা ব'লে পাঁচশ' টাকা পাঠিয়ে দিলেন কি না মেদিনীপুরের
ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে !

নীরদ। যাক্—যাক্, সে তাঁর আর উপায় নেই, চিবকাগটা গবর্মেন্টের চাকরী ক'বে—তিনি তোমায় ইলেকশনের কাজে মিশতে বারণ ক'রেছেন না কি ?

প্রিয়নাথ। না, বাবণ—ঠিক তা—তা—তা—না ; তবে তিনি—তিনি অনেক জোগাড় ক'বে,—শুনলুম না কি আমি একজন সবডেপুটী নমিনেট্ হ'য়েছি।

ক্ষীরোদ। তা' হ'লে তোমার দফা তো একেবাবে সেরে দিয়েছে !
ওঃ দেশের এমনি ক'রে এক একটা লোকের চাকরী জোটে, ওকালতীর পসার জমে, আব এক একটা উদীয়মান 'পেট্রিয়ট্' কমে।
ভবেনবাবু উদিকে স'বে দাঁড়িয়ে যে—আমাদের ছোঁবেন না না কি ?
ভবেন। আশ্চে সামান্য ব্যক্তি—সামান্য ব্যক্তি, 'পুণ্ডব' কেরাণী, নাম করবার যোগ্য নয়।

ক্ষীরোদ। ই'স্ এত অভিমান !

নীরদ। ও ঠিক ঠিক বুঝেছি, আপনার দাদামশাব শোক-সভার—

ক্ষীরোদ। ওঁর ঠাকুবদাদা ! কবে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে ?

নীরদ। সে অনেক দিন,—তখন ওঁর বয়স বছর দশ-এগারো।

ভবেন। বাবার তেমন অবস্থা ভাল ছিল না, ...আর শোক-সভা হওয়া-ও তখন চলিত হয় নি...

নীরদ। সেই জন্তে। আর বছর থেকে উনি 'চা-ডিপার্টমেন্টে'র বড়বাবু হ'য়েছেন কি না, মাইনে-ও ছ'শ টাকার ওপর, তাই পিতামহের নামে একটা শোক-সভা—

ক্ষীরোদ। মৃত্যুটা অনেক দিন হ'য়েছে.....তা যাক্ ; তিনি ক'র্ত্তেন কি ?

নীরদ । সে-কালের টমাসের হাটে নীল ওজন।

ক্ষীরোদ । ওঃ নীল ওজন ?

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ ।

অনল-শিখায় ফেলে দিল যত স্মৃথ ॥

হ’তে পারে, হ’তে পাবে, আমি ই লেগে ‘ইলেকশনের পর সভা ক’রে
দোবো । কিন্তু ব্রাদার টু ডজন ভোট,—চব্বিশটা ভোটের ভার ঠিক
যদি নিতে পার—

ভবেন । জন সাত আট এই পাড়ার-ই তো আমার হাতে, নইলে তা’দের
চাকরীর মাথা খেয়ে দিতে পার ; আর বাকী গোটা সতেরো আঠারো
—তা—তা—

ক্ষীরোদ । শোকসভা হ’য়েছে, তুমি মনে কব ‘আলবার্ট হল’ জোগাড়,—
সুলোচনা সিংহির কাছ থেকে গান-ও বেঁধে এনেছি । চব্বিশ ভোট
শোক সভা—চব্বিশ ভোট শোক-সভা—রেখে দে’ তোর ‘সাবডেপুটা’
—চব্বিশ ভোট শোক-সভা !

(উড়িয়া রমণীগণের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

আস্তুরনাথ কেতো দিন বসা ছাড়ি রাঁধিবাকু যায় না ।

বাবু সব কাবু, বুলি বুলি:গলি গলি ঘর ভাত খায় না ॥

ভোট সাঁউটা দুয়ার দুয়ার, সুরারী বাহিরিছে হজার হজার,

মজার বজারে আজ কেহি খাইবাকু চায় না ।

স্বপনা, বিশাড়ী, উচ্ছব, মধা,
 গণপতি, দাশরথী, পরশু, পদা,
 ঘর বসিকিরি বিড়ি খাউছি,
 ছপি ছপি মাইপোকু মুহু চাহছি,
 মু আশুছি যাউছি,
 রই রই গুণপান খাউছি,
 ধাঁই কিরি কিরি—
 নেউটি নেউটি নেই কিরি দেখুছি অন্ননা ॥
 চড়ি কির মোটরে,
 আসল নকল সকল শঠ রে,
 কুহ কুহ জয় জয়, ভোট প্রভু বধি রয় ;—
 নাচে ধিনি ধিনি ধিনি যেতে মাইকিনি—
 বজা বজা ডকা, গিনি তের টকা,
 নেবি বয়না, হানি নয়না, হব গয়না—
 ঘরে বসি বসি পাউছি ময়না ।

নবমী ।

রাজপথ ।

(মা'র গীত)

আমার সোনার ছেলে র'য়েছে জেলে কে জানে কি অপরাধে ।
তারে আপন ব'লে ক'রতে কোলে কার বল হয় প্রাণ না কাঁদে ॥

কিন্তু ভাবি যবে কাবাগার,
বাছার আমার মুক্তিদ্বার,
সৌরভ গৌরব হারে সাজায়েছে সোনার চাঁদে ;—

তখন প্রভুদত্ত এ প্রভুত্ব
(ভাবি) তুচ্ছ মিছে মোহে মত্ত
মহাশ্বে তার আত্মহারা যশ ঘোষি উচ্চনাদে ;—
সে যে সাথে নিজে গেছে বাঁধা বিদায় দিতে গৃহবাদে ॥

(অপসরণ)

(ব্যস্ততার সহিত নাগরিকগণের প্রবেশ)

কীরোদ । ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু জ্যাঠামশাই ভাল হ'চ্ছে না ; এতদিন তো
আপনার লোকে প্রাকার্ড ছিঁড়ে ক্ষতি করবার যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছে,
আজ আবার ছুঁটো ছোঁড়া গিয়ে আমাদের হু'খানা মোটবেব টায়ার
ছুটো ক'রে দিয়েছে ।

জ্যাঠামশাই। কার মোটরের টায়ার কে ফুটো ক'রেছে তার জন্তে তোর

জ্যাঠা দায়ী ?

কীরোদ। ওই বুড়ো, ওই বুড়ো, ও আপনার লোক নয় ? ওই

ছোঁড়াগুলোকে শিথিয়ে দিলে, আমি নিজেকে দেখেছি।

বুদ্ধ। (অরাকম্পিত স্বরে) আমি বাবা বাজার ক'রে আসছি, আমি

কিছু জানি নি।

কীরোদ। জানো না ? ওই ডেণ্ডোব ডাঁটা তুলে নেড়ে চাকার

দিকে দেখিয়ে দিলে ;—ফোগ্লা বুড়ো মাথায় হোগ্লা-বন, মনে মনে

এত বজ্জাতি।

জ্যাঠামশাই। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ বুড়ো মানুষ—খুড়ো খুড়ো বলি—

নীরদ। অমন বুড়োর মুখে মুড়ো জানতে হয়।

বুদ্ধ। তা' আলিস্ ভাই আলিস্ ;—তখন ছেলেরা ডাক্তে গেলে

নাতবউ সম্ভান-সম্ভবা ব'লে একটা যেন ওজর ক'রিস্ নি। এস

শম্ভুবাবু, আমাদের ওই পথ দিয়ে-ই তো যাবে বাবা ! এস এস।

(জ্যাঠামশাই ও বৃদ্ধের প্রস্থান)

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। বাঃ এখানে দাঁড়িয়ে জটলা হ'চ্ছে বুঝি ? খালধারের দিকে

আমি চারখানা মোটর পাঠিয়েছি, আবার উমাচরণ বাবুর হ'থানা

সেদিকে কে পাঠালে ?

নীরদ। তবে ধীরেন বোধ হয় পাঠিয়েছে, সে তো জানে না ভূমি

আগে থাকতে বন্দোবস্ত ক'রেছ।

প্রকাশ । জানে না তো নিজে মুড়ুলী ক'রতে গেল কেন ? অর্গানিজেশন নেই, অর্গানিজেশন নেই ; বাঙালীর কোন কাজে অর্গানিজেশন নেই, সবাই কর্তা—

কীরোদ । তাই তো হবে, না হ'লে ডিমোক্রেসী কি ?

প্রকাশ । এই রকম ডিমোক্রেসী ক্রমে ডিমনোক্রেসী হ'য়ে দাঁড়ায় ।

নীরদ । একটু সাবধানে কথা কবেন প্রকাশ বাবু, বয়সে বছর ছ'চারের বড় ব'লে মনে ক'রবেন না যে আমাদের স্বাধীন চিন্তা—ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিংকিং এর বাইট নেই ।

একটি বালক । প্রকাশ বাবুর জানা উচিত যে আট বছরের শিশুর-ও বিবেক আছে ; তাকে-ও 'টেক্ কেয়ার' বলবার সময় যেন একটু সাবধান হন ।

১ম যুবক । চ'লুন চ'লুন, আর মিছে আপনা-আপনি কচ'কচিতে কাজ নেই । অষ্ট্রেল-হোটেলে এক এক কপ. চা আর কিছু ডেভিল খেয়ে একেবারে 'গেট' আগলে দাঁড়ানো যাক্ ।

২য় যুবক । এখন আর কতকগুলো খেয়ে পেট ভরিও না ; কাল রাত্তিরে কিঙ্কর বাবুর ওখানে ভুমি একলা-ই তো ছটো পাঁঠার মুড়ী মেরেছ । বাবা । রসগোল্লার গুণ্ডা গুণ্ডা শ্রাঙ্ক ।

১ম যুবক । পেটে না খেলে কাজ ক'রব কি ক'রে ? বয়সে ভাল ক'রে ষ্টিম হ'লে তবে তো ইঞ্জিন চ'লবে ।

(প্রস্থানোত্তত)

(শরতের হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রবেশ)

শরৎ । সৰ্কনাশ হ'ল সৰ্কনাশ হ'ল ! আগে আমার সঙ্গে এস ;—গোবিন
বুড়ো যায় যায় ।

কয়েকজন । সে কি ? পরশু-ও যে গিরিশ ডাক্তার ব'লেছে অমাবস্তা কেটে
গেলে আবার সেই একাদশী বেঁসা-বেঁসী যা হবার হবে ।

শরৎ । নাড়ী নেই নাড়ী নেই শুনলুম্ ।

প্রকাশ । মিছে কথা । ও হাঁফানীর ব্যামোয় নাড়ী ছাড়ে না । চল—
দেখা যাক্ । উইল দেখিয়ে ওর দৌতুরকে দিয়ে ভোট দেওয়াবো ।

(সকলের প্রস্থান)

(বেদনা-কাতর গুরুচরণ ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া ছই তিন জন
জ্বীলোকের প্রবেশ)

১ম জ্বীলোক । আহা হা বেহু নোক, বেরাস্তন ; চোখে কানে দেখতে
পাস্ নি ? এই রাত না পোয়াতে-ই মদ খেয়ে ম'রেছিস ? একেবারে
বামুনের ছেলের ঘাড়ের ওপর প'ড়'লি—আহা হা—হাঁটুটার লেগেছে,
না দাদাঠাকুর ?

গুরুচরণ । আজ প্রভাতে যেই সদর দোরটা খুলেছি আর সন্মুখে-ই দেখি
একাদশী ঘোষাল ; তখুনি জানি আজ একটা না একটা বিপদ হবে-ই
হবে । এখন এই হাঁটু থেকে রক্তপাত আর দাড়িতে আঘাত এর
ওপর দিয়ে-ই কেটে গেলে বাঁচি । আজ শব্দ বাবুর বরাৎ নিয়ে অন্ন
বে ছুটী জুটবে তার আশা বড় নেই ।

২মা জ্বীলোক । কেন বাবা আজকে কোথা-ও ছেরাক টেরাক করতে হবে না কি ?

শুক্রচরণ । আজকে পোল-পার্কণ ।

১মা জ্বীলোক । এখন-ও কান্তিকপূজো হ'য়ে যায় নি এর মধ্যে পোষ-পার্কণ ?

ফিরিওয়ালার প্রবেশ

ফিরিওয়ালা । মুড়ীরচাক্—ছোলারচাক্—চিড়েরচাক্—

১মা জ্বীলোক । ও মুড়ীব চাক্তিওলা, কথানা ক'রে রে ?

ফিরিওয়ালা । কেতো লেবে ?

১মা জ্বীলোক । ওমা ! তুই খোটা নাকি ? মুড়ীর চাক্তি-টাক্তি তো বাঙালীতে-ই বেচতো ।

ফিরিওয়ালা । কেনো ? খোটার হাতের চাক্তি কি খাটা আছে ?
বঙালীকো হাম লোক সব নিকাল দিয়া ; দেখো যাকে তেরি বঙালী
ভোট ভোট কর্কে পাগল ভয়া, আউর হামরা দেশওয়ালী আদমী
কাপড়া ফেরিসে মোটভি ঢোলাই কর্কে পইসা কামাতা । মুড়ীর
চাক্—ছোলার চাক্—বড় লেও তো একটো ছোট লেও তো
দো দো মিলি ।

১মা জ্বীলোক । ছ' পরসায় পাঁচখানা দিবি না ?

ফিরিওয়ালা । লেও ; তেরি হাত বহনি ।

১মা জ্বীলোক । (পরসা ভূমিতে রাখিয়া) দেখিস দেখিস ছুঁসনি ; এই
পামছার ওপর রাখ ।

কিরিওয়াল। ভাল। হামরা বানান্না হুয়া খানে আছো—আউর ছুঁব
তো মরবো।

১ম। জীলোক। তোমার রাস্তিরবাস কাপড় বাছা তাই ব'লছিলুম।

কিরিওয়াল। মুড়ীর চাকুৎ—ছোলার চাকুৎ—

(প্রস্থান)

২য়। জীলোক। তা দাদা ঠাকুর কি আপনি যেতে পাববে, না আমবা
এগিয়ে দেবো ?

গুরুচরণ। না বাছা আর কন্দুর এগোবে ; আমি ঐ বস্তিটার ভেতর গিয়ে
একবার দীহু সরকারকে সঙ্গে ক'রে মুচী কটাকে বিস্ম চড়িয়ে নিয়ে
গিয়ে ভুটীয়ে আসি।

(গুরুচরণের প্রস্থান)

২য়। জীলোক। সিদ্ধেশ্বরী প্রণাম হ'য়েছে তোমার ?

১ম। জীলোক। তা' আর নিজের মুখে কেমন ক'রে ব'লবো দিদি। এখন
ওই রাস-মঞ্চপের সিঁড়িতে ব'সে হু'খানা মুড়ীর চাকুতি গালে দিয়ে
নোবো, তারপর—

২য়। জীলোক। একেবারে বাড়ী গিয়ে খেলে হোতো না ?

১ম। জীলোক। ওমা ! সে রাবণের পুরীতে নাচ খানি চাকুতি হাতে
ক'রে নিয়ে কার মুখে দোবো ? মামাখণ্ডর ছু'টা ভাত দেন ব'লে
তাতে-ই কত গিল্লির ফরমাস। একবার পিণ্ডিটা রন্ধে ক'রে দিদি—
তা' ভুমি-ও তো মদন মোহনের বাড়ী কথা শুনেতে আস্ছে, ওইখানে-ই

আবার দেখা হবে। আজ “সীতের সাধ” ব’লবেন, ভাঙতে বেলা
একটা বেজে যাবে।

২য় স্ত্রীলোক। তা হোক বোন, যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ নিশ্চিন্দ্র;
বাড়ী ঢুকলে-ই তো “পিসিমা ঘটীটা দাওনা” “ঠাকুঝি বাটীটা ধুয়ে
দিতে পারবে?” এই বই আব কিছু তো নয়; তবু ছ’টো ধন্য কন্ম—

(নেপথ্যে বামা কঠে)

এ-লে-ই-ই ই-ঈ-ঈ-ঈ—

১য় স্ত্রীলোক। ওরে কি বেছছিস? টাটকা হয় তো দে দেখি ছ’থানা।
ফিরিওয়ালী। (প্রবেশ ক) পরসামে বাবাঠো মিলি।

২য় স্ত্রীলোক। ষোলটা ক’বে দিবি না?
ফিরিওয়ালী। দেখ কেইসা ঘুটীয়া—গুথা।

১য় স্ত্রীলোক। ওমা ঘুঁটে! আমি ভেবেছিলুম কোন খাবার জিনিস।
আঃ মর মাগী।

(গ্রহান)

ফিরিওয়ালী। এ-লে-ঈ-ঈ-ঈ—

(গ্রহান)

(বাউলবেণী বালক বালিকাগণের প্রবেশ)

তার মান বাড়ে কি ভোট পেলে।
গেলে কোন্সিলে, হিংসিলে কি দংশিলে;—
যার সিংহাসনে রাজার ছাতা, স্বদেশ মাতা
আপনি দেছেন লাল জেলে ॥

যার মহত্ব স্বার্থ ত্যাগে,
 হৃদকমলে আছে জেগে,
 নাম ক'রে তার মেগে মেগে ;—
 নামিয়ে নন্দন থেকে তুচ্ছ বন্ধন পাকে দিচ্ছ ফেলে ॥
 এ কৰ্ম্ম ক্ষেত্রে চৰ্ম্মমাত্র বাজায় নিজের নাম ;
 যার ধৰ্ম্ম আছে মৰ্ম্ম আছে,
 তার পারিজাতে গাঁথা হৰ্ম্মা যথায় দেবেব ধাম ;
 তাব কি মহিমা কতই আরাম ;—
 দেখ যে দেখতে জানো (অ ভোলামন যদি দেখতে জানো)
 দেখ জ্ঞানের আলো জ্বলে ॥
 যে আপনি উঠে সূর্য্য লুটে র'য়েছে ফুটে,
 কে তুমি কোথাকার কে (অ-ভোলামন)
 কোথাকার কে যাও তারে আবার তুলতে ঠেলে ॥

বিজয়া ।

(গোবিনবাবুর দ্বিতল বাড়ীর রাস্তার ধারের একতলা ঘর । ঘরের
কোলে রাস্তার ধারে রক, ও পাশে পান সোভাদির দোকান । ভিতরে
এক ধারে তক্তাপোষ পাতা, মধ্যে একখানি ছোট সাইড-
টেবিল, এক চেয়ার অপর পার্শ্বে একখানি বেঞ্চি ।
তক্তাপোষের উপর বসিয়া একটা শিশু বর্ণপরিচয় পড়িতেছে,
আর গোবিনবাবুর দৌহিত্র বিমল গালে
হাত দিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে ।)

(বাজার হস্তে একজন প্রতিবেশী)

প্রতিবেশী । (ফুটপাথ হইতে) আজ কি রকম ?

বিমল । কই কিছুতে-ই তো কিছু সুবিধা হ'ল না ।

প্রতিবেশী । রাত্তিরে একটু ঘুম হ'য়েছিল ?

বিমল । শুতে-ই পাবেন না তো ঘুমুবেন কি ।

প্রতিবেশী । পুবাণো ঘিটা—

বিমল । আজ্ঞে হ্যাঁ সে বুকে পিঠে মালিস্ চ'লছে, তা'তে-ই যা সোয়াক্তি
বোধ করেন । আপনি একবার হাতটা দেখবেন কি ? তীরস্থ
করবার জন্তে—

প্রতিবেশী। তাড়াতাড়ি ক'র না; আমি বাজারটা পৌছে একটু বাদে
আপিস্ যাবার সময় দেখে যাব এখন, তা'র পর পরামর্শ ক'রে যা
হয় করা যাবে।

বিমল। আপনারা-ই মুরুবিব; আমি যে কি করি—

প্রতিবেশী। না—না বিমল, গোবিন্দাবুর যে পুত্র সন্তান হয় নি তা
তোমার মত দৌন্তুর পেয়ে সে ক্ষোভ কব্বার আর হেতু নাই।
তুমি যা ক'লে—

বিমল। আজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদ।

প্রতিবেশী। সকালে খাওয়া আমাদের কেরানীদের খালি মুখে শুঁজে
দেওয়া মাত্র, জান তো; আমি এখনি আসছি। প'ড়ছে উট কে,
তোমার ভাই?

বিমল। আজ্ঞে না,—ভায়ে। তবে দেখে যাবেন!

প্রতিবেশী। নিশ্চয়!

(প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে আপিসের বেশে রাধানাথের প্রবেশ)

বিমল। রাধানাথ বাবু যে, এত সকাল সকাল আজ বেরুচ্ছেন? এত
তাড়াতাড়ি—

রাধানাথ। পালাচ্ছি বাবা, পালাচ্ছি। বাড়ীতে দেখতে পেল-ই টেনে
নিরে যাবে তাই ভোরে উঠে ছ'গাল মুখে শুঁজে-ই আপিসে দৌড়ছি।

বিমল। কে টেনে নিরে যাবে?

রাধানাথ । ওই ভোট ভোট, আবার কে ? কাল ছপুর্ন রাস্তিরে মশাই
ডাকডাকি ক'রে বিছানা থেকে তুলেছে ।

বিমল । যা ব'ল্লেন, এক বিপদের ওপর আব এক বিপদ ! আমাদের
এই অবস্থা, এর ওপর ও-দল আনছে ডাক্তাব, এ-দল আনছে কব্বেরজ !
কাল একজন একটা দাড়িওলা লোককে সঙ্গে ক'রে কতকগুলো
ব্যাটারী-টাটারী নিয়ে উপস্থিত ; বলে ইলেক্ট্রিকের জোবে ঠেকে
বত্রিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে বাথুব ; দেখুন দিকি মশাই ।

রাধানাথ । পাগল হ'য়ে গ্যাছে হে পাগল হ'য়ে গ্যাছে, মাথাব ঠিক নেই ;
নইলে এ-দিকে অনেকে-ই শিষ্ট শাস্ত্র, বেশ বুদ্ধিমান ।

বিমল । আপনি কঁাকে দেবেন ?

রাধানাথ । কাউকে নয়, কাউকে নয় । তবে আর তাড়াতাড়ি বাড়ী
ছেড়ে পালাচ্ছি কেন ? আপিসের জমাদাবকে ব'লে বাথুবো যে
আমায় কেউ খুঁজতে গেলে যেন বলে আমি সাহেবের কাছে ছুটি নিয়ে
কোথায় গেছি ; নইলে সেথায় গিয়ে ধ'রবে ।

বিমল । নীলুবাবুকে-ও দেবেন না ? তাঁর সঙ্গে তো আপনাব—

রাধানাথ । ও নীলুবাবু-ই হোন আব ভুলুবাবু-ই হোন, জাত ভাড়িরে
দেশোদ্ধার আমি কারুর জন্তে ক'বতে যেতে পারবো না ; পরিচর
দিতে হবে তো আমি অ-মুসলমান ! নীলুবাবুর হ'য়ে যাবে-ই ;
এ-পাড়ার সকলে-ই ঠেকে ভালবাসেন ; বিস্তর লোক ঠুর কাছে
উপকৃত । এখন আর দাঁড়াবো না বাবা, ও-বেলা একটু ব'সে যাব ।

(গ্রহান)

(গৃহের পশ্চাৎ হইতে শীতলের প্রবেশ)

বিমল । কি শীতল তুমি নেবে এলে যে ?

শীতল । এই ছুখটুকু খাওয়ানুম ; যেন একটু আবল্লির মত এসেছে ।

বিমল । তুমি যাও যাও সেখানে একটু বোস গে ।

শীতল । ন' দিদি-টিদি সেখানে অনেকে-ই আছেন, ভয় নেই । বজ্রী মশাই বলেন যে গঙ্গার হাওয়া লাগলে অসুস্থতঃ অনেকটা সুস্থ হ'তে পারবেন । আমি চটু ক'রে বাজারটা থেকে আসছি, গোটা কতক আঙুর এনে রাখি ।

(প্রস্থান)

বিমল । খোকা সকালে কিছু খেয়েছিল রে ?

খোকা । ক্ষিদে পায় নি ।

(বাজবাহাদুরের প্রবেশ)

বিমল । আহুন বাহাদুর । ছ'দিন যে দেখি নি ?

বাজবাহাদুর । আলৌপুর । পটলটা জোর ক'রে এসে টেনে নিয়ে যার, কি করি বল ? আজকের খবর কি ?

বিমল । খবর তো—তো—তো—আপনি তো একবার ওপরে যাবেন ?

বাজবাহাদুর । যাবো বই কি । সে বেদানা একটু আধটু খেয়ে ছিলেন ?

বিমল । হ্যাঁ মাঝে মাঝে রস ক'রে দেওয়া যাচ্ছে । আপনার তো দেওয়ার ক্রটি নেই ; বেদানা, আঙুর, পাকা আম পর্য্যন্ত তো কোথা

থেকে জোগাড় ক'রে দিয়েছেন ; থেয়ে বড়-ই তৃপ্তি পেলেন বোধ হ'ল । আর কি চমৎকার হুধ আপনার গরুর !
 বাজবাহাদুর । ও গরু কি জানো, প্রথমে বশিষ্ট ঋষি যখন বেলুচিহান থেকে এ-দেশে আসেন তখন সুরভি ব'লে একটা গরু সঙ্গে আনেন ; সুরভি হ'চ্ছে পার্শিয়ান কথা, দেখতে পাও না সোরাবজী টোরাবজী সব পার্শীদের নাম আছে ; তা গরু এ-দেশে ছিল না—
 বিমল । এসে শুনছি—আপনি এসেছেন আমি একবার ওপরে খবরটা দিয়ে আসি ।

(প্রস্থান)

বাজবাহাদুর । কিগো থোকা কি প'ড়ছ ?
 থোকা । ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ—
 বাজবাহাদুর । ঞ টা কিসের চিহ্ন বল দেখি ?
 থোকা । 'ঞ'তে চাবি ।
 বাজবাহাদুর । পণ্ডিত ব'লে দেয় নি 'ঞ'টা কিসের চিহ্ন ? কিছু-ই পড়ে না তা ব'লবে কি ? চম্বোলিতে ৭৭৫ ফিট মাতীর নোচে থেকে যে একখানা পাথর বেরিয়েছে তা'তে একটা ব্যাং খোদা আছে——
 থোকা । ব্যাং আমি দেখেছি । একদিন বৃষ্টির সময় আমাদের উঠানে থপ্, থপ্, ক'রে লাফাচ্ছিল ।
 বাজবাহাদুর । ব্যাংটা প্রথম চীনেরা এ-দেশে আনে । চীন কোথায় প'ড়েছ ?
 থোকা । চীনের বাদাম ।

(বিরাজ বাবুর প্রবেশ)

বিরাজ । কই বিমল কোথা হে ?

বাজবাহাদুর । বিরাজ বাবু যে বসুন । দেখুন আপনাদের এডুকেশন সিস্টেম কি খারাপ । এই ছেলেটাকে চায়না কোথায় জিজ্ঞেস ক'ত্তে ব'ল্লে কিনা চীনের বাদাম ।

বিরাজ । ও হ'চ্ছে হ'চ্ছে, ওসব বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে আসছে । আমাদের ওখানে যা কিওয়ার গার্ডেনের বন্দোবস্ত তা'তে ওই চীনের বাদামের ছবি থেকে-ই চায়না আফগানিস্থান ব্রেজিল প্রভৃতি যত বাদাম-ব্রিডিং ডিষ্ট্রিক্ট আছে—

বাজবাহাদুর । ও-সব শিথিলে লাভ কি হয় ? হিষ্টিটা ভাল ক'রে শেখান ; আগে নিজে পড়ুন, বেশ ক'রে সব হিষ্টি পড়ুন ; আপনি মনে করেন খুব হিষ্টি জানেন, কিছ-ই জানেন না । অশোকের পিসির নাম কি ব'লুন দেখি ?

বিরাজ । মেয়ে-পূর্বপুরুষটা এখনো জার্মানদেরা ঠিক ট্রেস করতে পারে নি বটে, কিন্তু অশোকের মাদার-সাইডে যে গ্রীসিয়ান ব্লাড আছে তা ডাক্তার রজার্স অনেক দিন প্রমাণ ক'রেছেন ; আমাদের কলেজে————

বাজবাহাদুর । আপনাদের কলেজ এখন উচ্ছন্ন গিয়েছে ।

বিরাজ । ওটা আপনার তুল আইডিয়া । এখন যদি গিয়ে ছেলেদের একদিন রেসিটেশন শোনেন————

বাজবাহাদুর । ফ্রেক পড়ে নি আবার রেসিটেশন ক'রবে কি ?

বিরাজ । আজ্ঞে রেসিটেশন এ-দেশে বরাবর-ই ছিল, আপনি ঘাই বলুন
 শুন্ব না ; চন্দ্রশুভের টাইম থেকে ঈশ্বর শুভের টাইম পর্য্যন্ত——
 বাজবাহাদুর । শুভদের হিষ্টি একবাব দেখবেন——

(শীতলের প্রবেশ)

শীতল । মশাই একটুখানি আস্তে, কর্তার নিঃশ্বাস নিতে বেন বড়
 কষ্ট হচ্ছে ।

বাজবাহাদুর । চট্ ক'রে একটু ভেরাট্রাম থাইয়ে দিন দেখি ।

বিরাজ । তাতে কিছু হবে না । আমাব খুব ভাল ফিজিওলজি জানা
 আছে, এই হু'খানা হাত তুলে ওপরে বেশ একটা প্যারালেলোগ্রাম
 ক'রে যাতে পেক্টোরাল মশ্ন্——

(ক্ষীরোদ নীরদাদির প্রবেশ)

ক্ষীরোদ । কই কোথায় ডেকে আনুন, মোটর রেডী ।

বিরাজ । (নোট বই দেখিতে দেখিতে) “কানীপুর গোল প্রসারিণী
 সভা ৩০ টে” ; “চৈতন্ত চাউল সংগ্রহ” ৪১০ টে ; “বালীগঞ্জ ললিত
 কলা সমিতি ৬টা ।”

বাজবাহাদুর । মশাই বাড়ীতে শক্ত ব্যায়রাম, বেশী গোল ক'রবেন না ।

নীরদ । আজ্ঞে গোল কিছু নয় ; আমরা বেশ ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাব,
 একটা নাম লিখে বাস্ততে দেওয়া মাত্র ; পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাব
 আসব ।

বাজবাহাদুর। কাকে নিয়ে যাবেন—গোবিন বাবুকে ? সৰ্বনাশ !

আজকের দিনটা কাটে কিনা সন্দেহ—

প্রকাশ। পৃথিবীর পরপারে যাওয়ার পূর্বে যে দেশের কাজ ক’রে যেতে পারবে তার স্থান—তার স্থান—দেখবেন এই বীরস্বের জন্তে গোবিন বাবুর কি জাঁকালো শোক-সভা হবে।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। বাজবাহাদুর, সকলে-ই ব’লছে বিলম্ব করা উচিত নয়। এখনো বেশ জ্ঞান আছে—

নীরদ। সকলে শুনে রাখুন জ্ঞান আছে—জ্ঞান আছে—এর পর না কোনো অব্জেক্শন্ ওঠে।

বিমল। (বাজবাহাদুরের প্রতি) আপনি একটু এ-দিকে আসুন, একটা কথা ব’লব। (একান্তে বাজবাহাদুরকে লইয়া কানে কানে কি বলিল)

বাজবাহাদুর। ওঃ তার আবার কি ; এখন এই নাও (দশ টাকার নোট প্রদান) বাড়ী গিয়ে আর-ও যা দরকার হবে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিমল। আপনি অনেক ক’ল্লেন।

বাজবাহাদুর। আমি-ও তো আর চার বছর বই বাঁচবো না, তখন তোমরা যা হয় ক’র।

বিমল। সে কি মশাই ! আপনি থাকলে কত লোকের উপকার।

বাজবাহাদুর। না—না, যাওয়া-ই ভাল, যাওয়া-ই ভাল ; ক্রমে ক্রমে ব্লড.

কি রকম ডিজেনারেট হ’য়ে আসছে দেখতে পাচ্ছ না ? তোমার

দিদিমা যদি একটা আফগান স্ত্রীলোক হ'তেন তা' হ'লে গোবিন্দ
বাবু কি এত শিগ্গীর শিগ্গীর—

বিমল। মশাই একটু যদি এখানে ভীড় ছাড়েন ;—আমরা দাদামশাইকে
তীরস্থ করবার উদ্যোগ করছি—

নীরদ। বেশ তো বেশ তো, তা'তে পরকালের কাজ হবে ; সঙ্গে সঙ্গে
আমাদের ইহকালের—শ'বাজারের মোড় দিয়ে যেতেন, না হয় একটু
ঘুরে বাগবাড়ার স্ট্রীট—

কীরোদ। আমাদের খুব ভাল মোটর, নতুন টায়ার—

বাজবাহাদুর। তোমরা তো দেখছি বড় নিলজ্জ হে, মাহুষ মরে—

প্রকাশ। মরবার আগে লোক উইল করুতে পারে আর ভোটের
'কাজ সাইন্স' করুতে পাবে না ?

বাজবাহাদুর। সমুদ্রগুপ্তের টাইম্ হ'লে তোমায় শুলে দিত ;—সত্যি
কি মিথ্যে কোটল্য প'ড়ে দেখ গে'।

কীরোদ। মোটরে দিবি বিছানা কর—

(পত্র পুষ্প শোভিত ছত্রি ডাঙাবৃক্ষ খাট ; খোল, খস্তাল,

রামসিঙে প্রভৃতি লইয়া প্রতিপদক্ষদলের প্রবেশ)

প্রতিপক্ষ যুবক। মোটরে ড্রলোকের গজাযাত্রা ! দেখছেন মশাই,
গুদের ভোট দিলে কি হিন্দু-ধর্ম থাকবে ? আমরা এই দেখুন
একেবারে খাট সাজিয়ে তৈরী করি এনেছি ! বক্সী মশায়ের কাছে
থেকে শুনে অবধি 'হরেকৃষ্ণ', 'হরিবোঙ্গ' সব তিন দিন ধ'রে রিহার্সাল
দিয়ে রেখেছি। ধর তো হে, ধর তো—

(কানতাসারগণের গীত)

এই শোয়াইয়ে খাটে

লয়ে যাব ঘাটে

ভাল ঘটা ক'রে

সকল ভোটারে

গুরে আসিবে যারা আমাদের দলে ;

হরিবোল, হরিবোল, হরি হরি হরিবোল ব'লে ।

প্রভাতে ছুটেছি ভোটে বাচ্-ব্যাচ্,

ও-বেলা জো-খেলা মাঠে জুটে মাচ্ ;

(সিদ্ধান্ত-স্বন্দরীগণের প্রবেশ ও গীত)

সব ভূয়ো সব ভূয়ো ।

ফুটবলেরি মত ভোট, হার জিতের-ই ভূয়ো ॥

শূন্য-গর্ভ গোলা,

হাক্ক যেন সোলা,

হাওয়ার ফুকে, পক্ক-খোলা ফোলা,

বোল্‌বোলা তার বেড়েছে আজ বুঝে সাজে ছুঁয়ো ॥

ফুটবলে দল আছে দুটো দিকে,

তেন্নি জোটে গোঁড়া ভোটের বাতিকে,

কেউ বা বলে বাচবা বাহবা, কেউ জোরে হরো হরো ;...

খেলায় শেষে কাটলে নেশা তিনটা বছর গুরো ॥

~~উল্লেখ্য~~

শান্তি-প্রদায়কঃ ॥ শান্তিঃ ॥

